Released
22-2-47

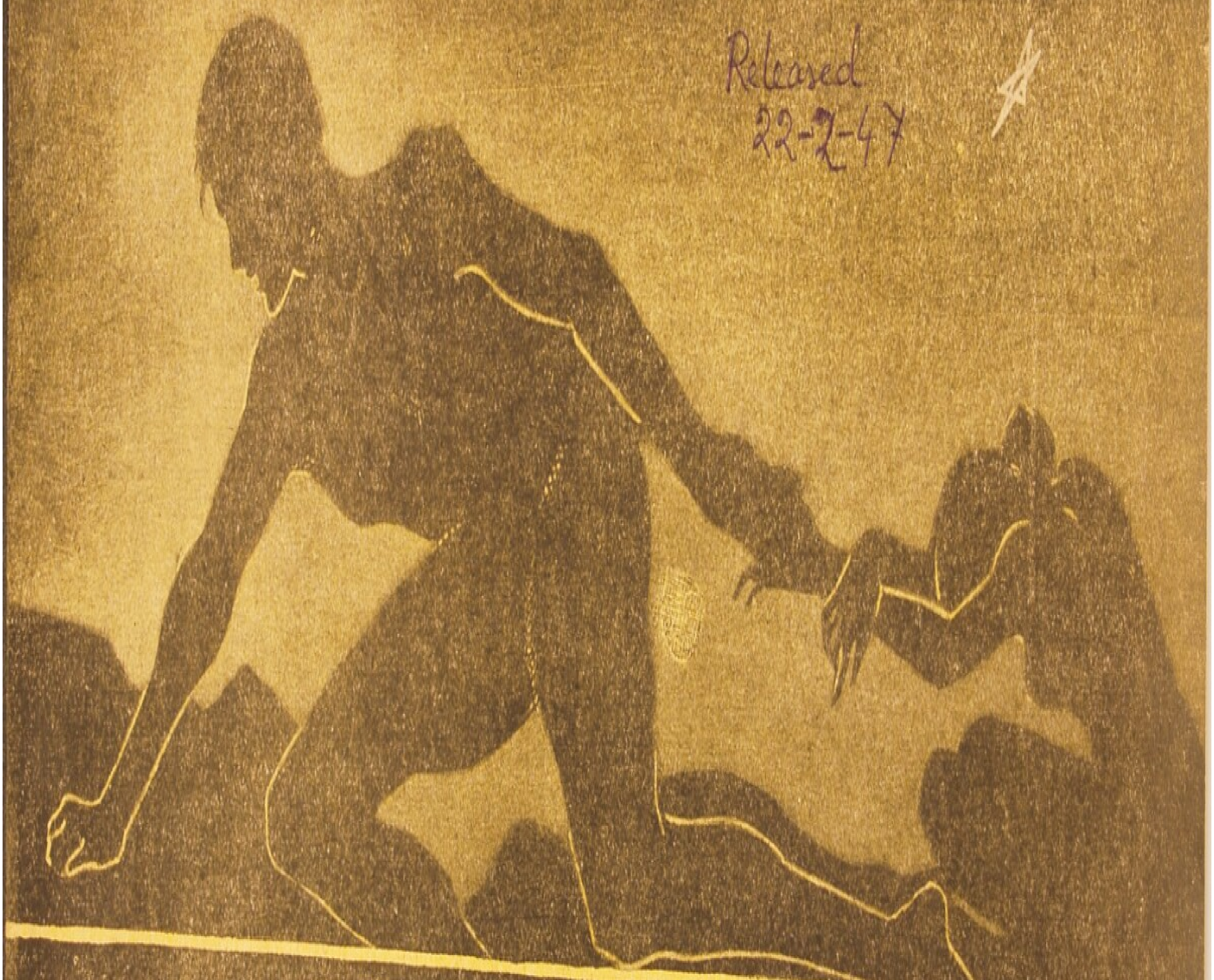

এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটর্সের ...

মানির

Choicest JEWELLERY

For your selection, we have always a wide range of Finest Guinea Gold and Stone-Set Jewellery to offer. Individual design is also made to please your caprice.

Making Charges Moderate.

M.B. Sirkar & Sons

LEADING GUINEA GOLD JEWELLERS
AND DIAMOND MERCHANTS

124, 124/1, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA. PHONE: B. B. 1761

COMARTS

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রীবিউটার্সে'র তরফ হইতে সম্পাদিত ও ৩২ এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি সি রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সে'র **মন্দির** প্রচারক—সুশীল সিংহ

কর্ম্মীবৃন্দ

পরিচালনা—ফণি বর্ম্মা

চিত্রগ্রহণ—ধীরেন দে

শব্দগ্রহণ—মনি বসু

ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত-পরিচালনা—সুবল দাশগুপ্ত

শিল্পনির্দ্দেশ—সত্যেন রায়চৌধুরী

গৌর পোদ্দার, অনিল পাইন,

সম্পাদনা—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা—ননী মজুমদার

পরিস্ফুটন—ধীরেন দে (কেবি)

কাহিনী, চিত্রনাট্য, গান—প্রণব রায়

শিল্পীবৃন্দ

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ★ ছবি বিশ্বাস

অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, অমর মল্লিক,

কৃষ্ণধন, বুদ্ধদেব, রবি রায়, প্রভাত সিংহ

কানু বন্দ্যো, নরেশ বসু (এন্, টি), নৃপতি

আশু, বেচু, কুমার

তুলসী, অনিল, বৃন্দাবন, কিশোরী

কানাই, সমর, শশাঙ্ক, অচিন্ত্য, খগেন, ভোলানাথ

শ্রীমতী প্রভা, অপর্ণা, মায়া, বীণা, তারা ভাদুড়ী

সহকারী

পরিচালনায়—সুকুমার মিত্র, নারায়ণ ঘোষ

চিত্রগ্রহণে—নরেশ নাথ, প্রশান্ত দাস

শব্দগ্রহণে—প্রদ্যোৎ, ইন্দু অধিকারী

সঙ্গীতে—নিতাই ঘটক, পূর্ণ

সম্পাদনায়—অসিত মুখার্জী

ব্যবস্থাপনা—সুকুমার রায়চৌধুরী, ক্ষিতীশ আচার্য্য

রসায়নাগারে—সুধীর ঘোষাল, লাল মোহন ঘোষ

ধারারক্ষী—নীহার পাকড়াশী

রূপসজ্জা—কালীদাস দাশ

তত্ত্বাবধান—সুনীল সরকার, ধীরেন সরকার

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সে'র পরিবেশনাধীন আগামী চিত্রাবলী !

রাধা ফিল্মসের নূতন সামাজিক

স্যার শঙ্করনাথ

পরিচালনা : দেবকী বোস

সঙ্গীত : অনিল বাগ্‌চী

ভারতী ছায়া মন্দিরের নিবেদন

ভ্যারাইটি ষ্টোর্স

পরিচালনা : বিনয় ব্যানার্জ্জি

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সে'র গীতি-চিত্র

রাঙ্গামাটি

কাহিনী ও পরিচালনা : প্রণব রায়

সঙ্গীত : কমল দাশগুপ্ত ★ চিত্রশিল্পী : অজয় কর

মন্দির (কাহিনী)

অজয় বলে, আজকের যুগে মানুষ যখন দুঃখে-কষ্টে, অত্যাচারে-অবিচারে পলে পলে লাঞ্ছিত হচ্ছে, তখন দেবতা, মন্দির, পূজা, ধর্ম্ম-এ সবের চেয়ে যে-কোনো একটি মানুষের সুখ-দুঃখের মূল্য অনেক বেশী।

অজয়ের বাপ, রতনহাটির জমিদার চন্দ্রনাথ বলেন, থাম,—যে দেবতা, যে মন্দিরের জন্য যুগে যুগে মানুষ অসীম কষ্ট স্বীকার করেছে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে, তার চাইতে বড়, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হিন্দুর কাছে কিছু নেই—কিছু থাকতে পারে না।

পিতা—পুত্রে এই নিয়েই বিরোধ। এ বিরোধ সংস্কারের সঙ্গে সহজ বুদ্ধির, বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ। এ বিরোধ সেকালের সঙ্গে একালের।

অজয় দেবতা, ধর্ম্ম মানে না, মন্দিরের চেয়ে কুলির বস্তি, চাষীর কুটীর বড় বলে মনে করে। এই কারণে চন্দ্রনাথের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মারা যাবার আগে তিনি এই মর্ম্মে উইল করে যান, যে, অজয় যদি তাঁর বিশ্বাস, তাঁর ধর্ম্ম, তাঁর রাধারমণকে জীবনে সব চেয়ে বড় বলে গ্রহণ না করে, তবে জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হবে তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী ইন্দু দেবী। চন্দ্রনাথের অন্তিম মূহুর্ত্তে ইন্দু শ্বশুরকে কথা দিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত হউন বাবা, যত দিন আমি বাঁচব, এ বাড়ীতে রাধারমণের পূজা কখনো বন্ধ হবে না।" অজয় তখন জেলে। গ্রামের প্রান্তে একটা জুট মিলের সাতজন নির্দ্দোষ মজুরকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজে কারাদণ্ড গ্রহণ করে।

জেল থেকে বেরিয়ে উইলের কথা শুনে, অজয় জমিদার বাড়ী ত্যাগ করে। কিন্তু যাবার আগে যখন ডাকে, "চল ইন্দু," ইন্দু তখন বলে, "আমার যাওয়া সম্ভব নয়। বাবাকে আমি শেষ সময়ে কথা দিয়েছি।" অজয় কিন্তু ভুল বোঝে, ভাবে, জমিদারীর মোহই ইন্দুর পথরোধ করে দিয়েছে।

এই হোল স্বামী স্ত্রীর অন্তর বেদনার ব্যাপার। বাইরে তার বিশেষ প্রকাশ নেই। কিন্তু যে বিরোধ বাইরের, বাইরে তা প্রকাশ পেতে দেরী হোল না। পিতা পুত্রের মধ্যে যে কঠিন বিরোধ চলে আসছিল, আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তা আরো কঠিন হয়ে দেখা দিল।

রতনহাটি জুট মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার যেমন ধনী, তেমনি ধূর্ত্ত। তারই প্ররোচনায়, মোটা মুনাফার লোভে জমিদারের নায়েব, গাঁয়ের সমস্ত ধান জমিদারের খাস গোলায় গোপনে মজুত করে ফেলে। এ খবর ইন্দু জানতে পারে না। লোভী কালোবাজারীদের পাপ বাংলা দেশে একদা যে মন্বন্তর ডেকে এনেছিল, তার অভিশাপ থেকে রতনহাটি গ্রামও বাঁচতে পারল না।

সুরু হোল ঘরে ঘরে উপোবাস। শিশু মায়ের কোলে শুকিয়ে মরে, পেটের জ্বালায় বাপ মেয়ে বেচে দেয়, এক মুঠো চালের জন্যে মানুষ মানুষের মাথায় অনায়াসে লাঠি মারে। সারা রতনহাটি গ্রাম আর্ত্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, "ম্যয় ভূখা হুঁ।"

অজয় আর থাকতে পারে না। বুভুক্ষু প্রজারদল সাথে নিয়ে জমিদারের গোলাবাড়ীতে এসে বলে, "গোলা খুলে দাও।"

ইন্দু বলে, "না, দোল পূর্ণিমার আগে ঠাকুরের মুখে ভোগ না দিয়ে গোলার নূতন ধান কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। এ-বাড়ীর বৌ আমি, এ বংশের চিরকালের নিয়ম আমি ভাঙ্গতে পারবো না।"

অজয় বলে, শোন ইন্দু আজ আমি জমিদার নই, তাই ঐ উপবাসী প্রজাদের হয়ে ভিক্ষা চাইছি—অন্নপূর্ণা তুমি অন্ন দাও—অন্ন দাও"—

ইন্দুর মন দুলে ওঠে। পাছে গোলার মজুত ধান হাত ছাড়া হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় নায়েব তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, "সাবধান বৌ রাণী, রাধারমণের ভোগ না দিয়ে যদি মানুষের মুখে ওই অন্ন তুলে দাও, তবে সেই পাপে রতনহাটির জমিদার বংশ নির্ব্বংশ হবে।"

নারী-হৃদয়ের সবচেয়ে কোমল স্থানে ঘা পড়ল। ইন্দু ছুটে চলে যেতে যেতে বলে, না—না—পারব না—আমি গোলাঘর খুলতে পারব না"

কিন্তু নায়েবের শয়তানী ধরে ফেলতে ইন্দুর দেরী হোল না। ইন্দু বলে, "আমি আপনার মনিব, আমার হুকুম গোলাবাড়ীর চাবি দিন।"

সেই রাত্রেই গোলার সমস্ত ধান নৌকা করে শহরে চালান দেবার কথা। নায়েব বলে, "আজ আমি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করি না। গোলাবাড়ীর চাবি আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়, এমন সাধ্য দুনিয়ায় কারো নেই।"

ইন্দু পাইকদের ডেকে বলে, "গোলাবাড়ীর তালা ভেঙ্গে ফেল।"

নায়েবের টাকা খেয়ে পাইকরাও অস্বীকার করে। সেই গভীর রাত্রেই একাকিনী ইন্দু পথে বেড়িয়ে পড়ে। প্রজাদের মধ্যে গিয়ে বলে, "তোমরা না পুরুষ? ভিক্ষে চাইতে পার, লুট করতে পার না? যে গোলাবাড়ীর দুয়ারে গিয়ে কাঙালের মত হাত পেতেছিলে, সেই গোলার ধান আজ নিজের শক্তি দিয়ে দখল করে আনো।" ইন্দুর প্রত্যেকটী কথা প্রজাদের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। মশাল জ্বেলে তারা সেই অন্ধকার রাত্রে গোলাবাড়ীর পথেই ছুটে গেল। ওদিকে পাইকদের মুখে খবর পেয়ে নায়েব বন্দুক হাতে গোলাবাড়ীর ফটক আগলে দাঁড়িয়েছে।

ক্ষুধিতের এই অভিযানের পরিণতি কোথায়, "মন্দির চিত্রে তার ইঙ্গিত দেবে।

গান

(১)

গহন রাতের একলা পথিক
ওরে চল্, শুধু চল!
(তোরে) ডাক দিল ঝড়ের আকাশ,
মেলেদে' পাখা চঞ্চল।
মিনতির মালাখানি দ'লে
এ-আঁধারে যেতে হবে চলে,
দেখিবার নাহি যে সময়
কার চোখে নামিল বাদল॥
ওরে চল্, শুধু চল্!
পিছনে ডাকিছে ভালবাসা,
হায় শুনিবার নাহি অবসর;
তোর লাগি নহে গৃহকোন
নহে তোর মিলন-বাসর।
তোর আছে কণ্টক মালা,
তোর লাগি বিচ্ছেদ জ্বালা,
নয়নেই যেন রে শুকায়
(তোর) নয়নে আসে যদি জল।
ওরে চল্, শুধু চল্!

(২)

(তোমায়) আপন করে চাইতে গিয়ে
হারাই বারে বারে,
(তবু) প্রেম যে আমার হার মানে না গো
জড়ায় ফুলহারে।
(তুমি) আঁখির আড়াল হও গো যত
বুকের কাছে আস তত।
যে প্রেম কাঁদায় মধুর ব্যথায়
যায় না ভোলা তারে।
(মোর) পাওয়ার তৃষা জাগে আরো চাওয়া
বিফল হ'লে
অবহেলার মালাখানি মর্মে আমার দোলে।
বিরহ মোর প্রদীপ ধরে
খোঁজে তোমায় ভুবন ভ'রে।
মন জেগে রয় ভালোবাসার তীর্থ-
দেউল দ্বারে।

(৩)

আশা দিয়ে বাঁধি ঘর, ভেঙ্গে যায়
বিরহ-সাগর কূলে।
মিলন মালার ফুল ঝরে' যায়, কাঁটা জেগে
রহে ফুলে।
চ'লে-যাওয়া তব চরণের রেখা
মোর বুকে আজও রয়েছে যে লেখা,
ভুলিতে গেলে যে ভুল হয়ে যায়,
ভালবাসা নাহি ভুলে।
বুঝি-এ বিরহ মোর এক জনমের নয়,
(তাই) তোমার-আমার মাঝে অশ্রু-যমুনা বয়।
এস ফিরে এস ওগো প্রিয়তম
তৃষিত তাপিত অন্তরে মম,
যত ব্যথা দিলে হায় এ হিয়ায়,
মালা হ'য়ে ওঠে দু'লে।

(৪)

মায় ভূখা হুঁ! মায় ভূখা হুঁ!
এ মহাক্ষুধার শ্মশানে আজি জেগেছে রে
মহাকাল
আকাশে আকাশে বেজে ওঠে ওই মৃত্যুর করতাল।
ভূখা সন্তান কোলে লয়ে আজি হায়
অন্নপূর্ণা কেঁদে মরে নিরুপায়,
সারা দেশ জুড়ে নাইরে মানুষ আছে শুধু
কঙ্কাল।
মায় ভূখা হুঁ! মায় ভূখা হুঁ!
শকুন পাখায় ওই দেখা যায় মরণের অনুচর,
নাচে মহাকাল, নাচে কঙ্কাল, নাচেরে ভয়ঙ্কর।
এলোকেশে আজ নাচে চণ্ডিকা,
তাথৈ তাথৈ তাল॥
মায় ভূখা হুঁ! মায় ভূখা হুঁ!

(৫)

(ওরে) আগে চলার লগ্ন এল, নিশি হ'ল ভোর,
আগে চলো, আগে চলো, আগে চলো জোর!
(আজ) দিকে দিকে বাঁধন ভাঙ্গা বন্যা এলরে,
(টুটে গেল বুঝি অন্ধকারায় বন্ধনেরি ডোর।
আগে চলো, আগে চলো, আগে চলো জোর।

কেশের শ্রী ও সৌন্দর্য্য

শ্রীকেশতৈল

মাথায় একরাশ চুল থাকলেই হয় না। পরিপাটী যত্নের ভেতর দিয়ে কেশের যে শ্রী ও ছন্দ বিকশিত হয়, তার মধ্যেই কেশচর্য্যার সার্থকতা। কেশচর্য্যার একটা বিশেষ উপকরণ ভালো কেশতৈল। সাধারণ কেশের শ্রী ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলতে একটি অসাধারণ কেশতৈল। কারণ এতে যে সব উপাদান আছে তার প্রত্যেকটিই কেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

জেম কেমিক্যাল • কলিকাতা

ASSOCIATED DISTRIBUTORS
CALCUTTA